দামুড়হুদার ধান্যঘরায় বাবর আলীর হত্যার রহস্য উৎঘাটন সংবাদ সম্মেলনে জেলা পুলিশ

দামুড়হুদায় ফল ব্যবসায়ীকে গলাকেটে হত্যা রহস্য ২৪ ঘন্টায় উদঘাটন করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। ঘটনার পরের দিন স্ত্রী মহিমা বেগম (৪০) কে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে নিজেই তার স্বামীকে জবাই করে।

এ ঘটনায় আজ রবিবার সকাল ১১ টায় দর্শনা থানা চত্তরে এ সংবাদ সম্মেলন করে জেলা পুলিশ চুয়াডাঙ্গা।
এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের এএসপি দামুড়হুদা সার্কেল জাকিয়া সুলতানা।

এ সময় তিনি বলেন হত্যার কাজে ব্যবহৃত উদ্ধার করা হয় ঘরের মধ্যে খাটের নিচ থেকে হাসুয়া। মহিমা বিভিন্ন এনজিও ঝণের টাকা নিয়েই স্ত্রীর বলির শিকার হয় স্বামী বাবর আলী। এই এনজিও ঝণের কারনে স্বামী বাবর আলীর সাথে মাঝে মধ্যে পারিবারিক দন্দ হত। গত বৃহস্পতিবার ৮ মে ঐ দিন সন্ধার দিকে স্বামী বাবর আলীর সাথে বাক বিতন্ড হয়।সেই রাত্রে ধারালো হাসুয়া দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় বাবর আলীকে স্বজোরে গলায় কোপ দেয়।তার চিৎকার শুনে বাড়ি লোকজন ছুটে এসে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।চিকিৎধীন অবস্থায় অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরনে তার মৃত্য হয়। এ ঘটনায় নিহত বাবর আলীর ভাই ছাবের আলী বাদি হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামী করে মামলা করে দর্শনা থানায়।

তবে থানা হেফাজতে নেওয়া তার স্ত্রীকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায় স্বীকার করেন সে নিজেই খুন করেছে তার স্বামীকে। তার স্বীকারোক্তিতে পুলিশ উদ্ধার করে হত্যা কাজে ব্যবহৃত হাসুয়া।

দর্শনা থানা পুলিশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে এ হত্যার রহস্য উৎঘটন করায় সাবুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসি।উল্লেখ্য, গত ৮ জুন বৃহস্পতিবার দিনগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে এ হত্যার ঘটনা ঘটে। নিহত বাবর আলী উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের আব্দুস ছাত্তারের ছেলে।এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ ওসি তদন্ত এস এম আমানউল্লা আমান, দর্শনা থানার ওসি

অপারেশন নীরব হোসেন, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই আহম্মেদ বিশ্বাস।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
এদের মধ্যে
আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও সিআর মামলায় ২ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেপতার করেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (১১ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে ১০ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার আসামি জালাল আহম্মেদকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত জালাল আহম্মেদ সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে।

শনিবার দিবাগত মধ্য রাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন পুলিশ।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৩৪/১৯ নং মামলায় আদালত তাকে ১০ মাসের সাজা দিয়েছেন। তারপর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। গ্রেফতারকৃত জালাল আহম্মেদকে আজ রবিবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ ২ মাদক কারবারী গ্রেফতার

৫ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে মেহেরপুরের বারাদী ক্যাম্পের একদল পুলিশ।

আটকরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুলপালা গ্রামের ইহান নবীর ছেলে ইজহারুল ইসলাম (৩৮) ও একই গ্রামের হান্নান খানের ছেলে বকুল হোসেন (৪৮)।

আজ রবিবার (১১ জুন) বেলা ১২ টার দিকে বারাদী বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দিয়ে আটককৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আইনশৃংখলা বিষয়ক মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলার মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক আইনশৃংখলা বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

এসময় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহা: আব্দুস সালাম, সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি’র অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ জাহিদুর রহমান পিএসসি, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল আলম সরকার, সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর পিপি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে রবিবার সকাল নয়টার সময় জেলার সকল ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের অংশগ্রহণে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন

অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামি গ্রহণ শেষে প্যারেড পরিদর্শন করেন। প্যারেড অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সহকারি পুলিশ সুপার (শিক্ষানবিশ) এইচ.এম গোলাম রাব্বি। এ সময় পুলিশ সুপার প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ফোর্সদের শারীরিক ফিটনেস ও টার্ন আউটের উপর ভিত্তি করে জিএস (গুড সার্ভিসেস) মার্ক প্রদান করেন।

পুলিশ সুপার প্যারেড পরিদর্শনান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জেলা পুলিশের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে আইজিপি রেঞ্জ ডিআইজি প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেডে আরো উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, ডিআইও-(১), সকল অফিসার ইনচার্জগণ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (প্রশাসন), আরআই, পুলিশ লাইন্সসহ চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল থানা, ফাঁড়ি, তদন্তকেন্দ্র ও পুলিশ ক্যাম্পের অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ফেনসিডিলসহ কুষ্টিয়ার ২ মাদক কারবারি আটক

গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই স্কুল ছাত্র আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
আটকরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বারখাদা ত্রিমোহনী গ্রামের খাইরুল ইসলামের ছেলে জাহিদ হাসান (২০) ও একই এলাকার মিরাজুল ইসলাম ওরফে মিরাজের ছেলে তুহিন (৩৬)। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।জাহিদ হাসান দশম শ্রেনীর ছাত্র।
আজ শনিবার (১০ জুন) দুপুরের দিকে কাজিপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই দুই মাদক কারবারিকে আটক করে পুলিশ।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্র্রন আইনে মামলা দিয়ে আটকদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার -৭

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত ১২ ঘন্টার অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ২ আসামি ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ১ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
শুক্রবার দিবাগত রাতে এই দুটি থানার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।
পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। সংশ্লিষ্ট থানাগুলোর ডিউটি রুম থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (১০ জুন) আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে র্যাবের উপর হামলা: ৪ নং আসামি ভূট্টো গ্রেফতার

র্যাবের উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার এজাহারভূক্ত ৪ নং আসামি মন্টু ওরফে ভূট্টো মন্ডল (৩২)কে গ্রেফতার করেছে র্যাব-১২ এর একটি দল।

গ্রেফতাকৃত ভূট্টো মন্ডল গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আমিন মন্ডলের ছেলে।
শুক্রবার দিবাগত রাতে র্যাবের একটি টিম গোপন সংবাদে খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের রাকিবুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ভূট্টো মন্ডলকে গ্রেফতার করে।
গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে মাদক ব্যবসায়ীদের হামলায় র্যাবের উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমার রায়কে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এঘটনায় ওই দিনই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আনোয়ার হোসেন সুইট নামে একজনকে গ্রেফতার করেন। র্যাব সদস্য আহত হওয়ার ঘটনার মামলার ৪নং আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এনিয়ে এই মামলার ২ আসামি গ্রেফতার হলো।
র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার গোলাম ফারুক বলেন, র্যাবের উপর হামলা করার পরপরই পলাতক ছিল আসামি ভূট্টো। তার লোকেশন সঠিক করেই অপরাশেন চালানো হয়।
গ্রেফতার ভূট্টোকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জীবননগর বিজিবির অভিযান ২ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার, আটক-৪

জীবননগরে দুই কেজি ২৪৫ গ্রাম স্বর্ণসহ চার চোরাকারবারিকে আটক করেছে বিজিবি। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টাযর সময় জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ বাজার থেকে স্বর্ণসহ চার চোরাকারবারিকে আটক করে।

আটককৃত চোরাকারবারী হলেন, নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার মঙ্গলপুর গ্রামের জিহাদ মোল্লার ছেলে এবাদুল মোল্লা (২৬), তমসুল মোল্লার ছেলে মাহাবুর হাসান (২৭), ইনসান কাজীর ছেলে রিয়াজ আলী
(২১) এবং একই জেলার নড়াগাড়ী থানার থাশিয়ান গ্রামের ইয়ার আলীর ছেলে শেখ সোহেল রানা (৩৫)।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১২টাযর সময় মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মাসুদ পারভেজ রানা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত বৃহস্পতিবার মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মাসুদ পারভেজ রানা নিজেদের গোয়েন্দার তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারেন, চোরাকারবারীরা জীবননগর-চুয়াডাঙ্গা সড়ক দিয়ে স্বর্ণ পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তের দিকে যাবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে অধিনায়কের নেতৃত্বে এবং উপঅধিনায়ক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলামের সহযোগিতায় ব্যাটালিয়ন সদরের একটি বিশেষ টহলদল বৃহস্পতিবার বিকেলে কালীগঞ্জ-চুয়াডাঙ্গা সড়কে অবস্থান নেন।

আনুমানিক বিকেল ৬টায় সাদা রংয়ের একটি প্রাইভেটকার হাসাদাহ বাসস্ট্যান্ডে স্পিডব্রেকার পার হওয়ার সময় বিজিবির টহল দল গাড়িটির গতিরোধ করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন। পরে প্রাইভেটকারে থাকা এবাদুল মোল্লা, মাহাবুর হাসান, রিয়াজ কাজী এবং শেখ সোহেল রানাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা জানান গাড়ির দ্বিতীয় আসনধারীর সিটের নিচে ১৪টি স্বর্ণের বার রয়েছে। তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক সিটের নিচ থেকে স্বর্ণের ৬টি মিডিয়াম ফ্লাটবার এবং ৮টি বার উদ্ধার করা হয়। এছাড়া ৬টি মোবাইল জব্দ করা হয়। ১৪টি স্বর্ণের বারের মোট ওজন ২ কেজি ২৪৫ গ্রাম।

বিজিবি আরো জানায়, আটক স্বর্ণের বারসহ প্রাইভেটকার এবং মোবাইলের মূল্য ২ কোটি ২৪ লাখ ৭৫ হাজার ৭৫১ টাকা। আটক আসামীদের স্বর্ণের বার শুল্ক কর ফাঁকি দিয়ে ভারতে পাচারের জন্য বহন করা ও নিজ জিম্মায় রাখার অপরাধে তাদেরকে জীবননগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। এছাড়া ১৪টি স্বর্ণের বার চুয়াডাংগা ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।